যুগান্তর

তারিখ 08 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন আসছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী বছর মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আসছে। পাশাপাশি পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতিরও। মাধ্যমিকের ষষ্ঠ থেকে দশম বা এসএসসি, মাদ্রাসার দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষার এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে। আর এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার ফলে পাল্টে যাবে পাঠদান ও লেখাপড়ার ধরন। চিরাচরিত মুখস্থ-নির্ভর পড়ালেখার স্থান দখল করবে মাথা খাটানোর তাৎক্ষণিক উত্তরদান পদ্ধতি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বুধবার এ নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে দেড় মাসের মধ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, এনসিটিবি, নায়েম এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত

পরিবর্তন : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৮

পরিবর্তন : মাধ্যমিক পরীক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন। মূলত সভাটি সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য ডাকা হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পদ্ধতিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেড় মাসের মধ্যে নবম শ্রেণীর বাংলা ও ধর্ম বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নসহ বইয়ের ডিউপার্ট বাজারে ছাড়া হবে। এছাড়া এ পদ্ধতি নিয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও গেজেট সংশ্লিষ্টদের কাছে দ্রুত পৌঁছানো, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সংশোধিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রকাশ; প্রশ্নকর্তা ও মডারেটরদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তও হয় সভায়।

সভায় উপস্থিত একজন সদস্য জানান, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের অবহিত করতে মিডিয়ার ভূমিকা জরুরি। এজন্য মিডিয়া ক্যাম্পেইন করা হবে। আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তকে অধ্যায়ভিত্তিক নতুন পদ্ধতির প্রশ্ন সংযোজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এখনও প্রশিক্ষণ বাকি রয়েছে। তা সম্পন্ন করা হবে। আগামী বছর গোটা মাধ্যমিক স্তরে এ পদ্ধতি চালুর সার্বিক ব্যবস্থাও নেয়া হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে (বিইউডিইউ) অধিকতর কার্যকর ও প্রশ্ন ব্যাংক গঠন করা হবে।

আরেকজন সদস্য জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমতার স্বার্থে ২০১১ সালে মাদ্রাসার দাখিল ও কারিগরির এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা নেয়া হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে। অর্থাৎ আগামী বছর ওই দু'স্তরের নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে। আর ২০১০ সালে এসএসসিতে আংশিকভাবে (বাংলা ও ধর্ম) পদ্ধতিটি চালু হওয়ায় ধারাবাহিকভাবে ২০১২ সালের এইচএসসিতেও আংশিকভাবে এ পদ্ধতি চালু হবে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন যুগান্তরকে জানান, আগামী বছর গোটা মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপাতে হবে নতুন পদ্ধতির আলোকে। সে কারণে তাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণের সংখ্যাও বাড়বে। তিনি বলেন, পদ্ধতিটি যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন মনে না হয়, সেজন্য আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করা হবে।